দৈনিক বাংলা

তারিখ [illegible] JUN 1987
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

৩।

শিশুর শিক্ষা

শিক্ষামন্ত্রী জনাব মাহবুবুর রহমান বলেছেন, দুই হাজার সালের মধ্যে সব শিশুর জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে সরকার সংকল্পবদ্ধ। তিনি বলেছেন, এর জন্যে প্রয়োজন হবে সকল প্রাইমারী স্কুলের সরকারীকরণ। উল্লেখ্য, বর্তমানে দেশে ৩৮ হাজার সরকারী ও ছয় হাজার বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল রয়েছে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, জাতি হিসাবে আমাদের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে, নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষকে শিক্ষার আওতায় আনা। দুই হাজার সাল নাগাদ সকল শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনার সংকল্প তাই প্রশংসনীয়। জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণে অবশ্যই সকল মানুষকে সাক্ষর করে তুলতে হবে।

তবে প্রাইমারী স্কুলগুলোর সরকারীকরণের ওপরই কেবল এই ক্ষেত্রে সাফল্য নির্ভর করে না, এর জন্য প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও নতুন চিন্তা-ভাবনা প্রয়োজন। প্রাইমারী শিক্ষকদের চাকরি সরকারী করা হলেও এ ক্ষেত্রে শিক্ষার মান উন্নয়নে কোন উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বরং একথাই বলা যায় যে, শিক্ষার মানে ক্রমাবনতিই হচ্ছে। এবং এ ক্ষেত্রে এক ধরনের দায়িত্বহীন পরিস্থিতি বিরাজ করছে বলেই মনে হয়। এ যেন অনেকটা অফিস যাই, চাকরি করি, বেতন পাই, ব্যস। কিন্তু প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকতা শুধুমাত্র চাকরিই নয়, দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের গড়ে তোলার প্রাথমিক দায়িত্বও তাদের। এ ব্যাপারে আরও কর্তব্যনিষ্ঠার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি।

পাশাপাশি দেশের সরকারী বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলোর সমস্যাসমূহ সমাধানের ব্যাপারেও অধিকতর যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। এখানে কোথাও নেই রোদ-বৃষ্টি প্রতিরোধ করার মত উপযুক্ত ঘর, নেই চক ব্লাক বোর্ড, বহু ক্ষেত্রে নেই উপযুক্ত শিক্ষক। দুই হাজার সালের মধ্যে সকল শিশুকে প্রাইমারী শিক্ষার আওতায় আনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগের পাশাপাশি এই বিষয়গুলোও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা দরকার।